গান্ধীজী

ঈশ্বর ও সত্য

১) গান্ধীজীর জন্ম ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর।
২) তিনি বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
৩) গান্ধীজীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
৪) গান্ধীজী টলস্টয় নামক এক ইংরেজ দার্শনিকের কাছে তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্তের জন্য ঋণী।
৫) টলস্টয়ের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'The Kingdom of God is within you'।
৬) আমেরিকার বিখ্যাত চিন্তাবিদ থোরো (Thoreau) এর দ্বারাও গান্ধীজী প্রভাবিত হয়েছিলেন।
৭) টলস্টয়ের চিন্তাভাবনা গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের ধারণাটিকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছিল।
৮) ঈশ্বর সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল বৈষ্ণবীয়।
৯) বৈষ্ণবীয়রা ঈশ্বরে কঠোরভাবে বিশ্বাসী।
১০) গান্ধীজীর মতে, 'যিনি নিছক বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ করেন, তিনি ঈশ্বর নন। ঈশ্বরকে ঈশ্বর হতে গেলে অবশ্যই আমাদের হৃদয়কে শাসন করতে হবে'।
১১) গান্ধীজী ঈশ্বর ও সত্যকে অভিন্ন মনে করতেন।
১২) গান্ধীজী বলেন, 'আমার কাছে ঈশ্বর হলেন সত্য'।
১৩) গান্ধীজীর মতে 'একজন নিরীশ্বরবাদীকে 'ঈশ্বর-ভীতু মানুষ' বলে বর্ণনা করলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন, কিন্তু 'সত্য-ভীতু মানুষ' বললে সানন্দে সমর্থন জানাবেন।
১৪) গান্ধীজী বলেন, 'আমি ঈশ্বরকে পাত্তা দিইই না, যদি তিনি সত্য ছাড়া অন্য কিছু হন'।
১৫) গান্ধীজী প্রথমে বলেন, 'ঈশ্বর সত্য', আবার পরে বলেন, 'সত্যই ঈশ্বর' অর্থাৎ সত্য ঈশ্বরের একটি নাম।
১৬) গান্ধীজী বলেন, 'ঈশ্বর কেবল ইন্দ্রিয়াতীত নয়, বৌদ্ধিক প্রমাণকেও অস্বীকার করে'।
১৭) গান্ধীজীর মতে, 'ঈশ্বর হলেন অন্তরোপলব্ধির ও বিশ্বাসের বিষয়'।
১৮) 'ভালোবাসার পথ ছাড়া ঈশ্বরোপলব্ধির অন্য কোন পথ নেই' - গান্ধীজী।

মানুষের স্বরূপ

১৯) গান্ধীজী ছিলেন একত্ববাদী।
২০) গান্ধীজী বলেন, ' মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকই ঈশ্বরের প্রকাশ'।
২১) 'মানুষের আধ্যাত্মিক দিক তার প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ তুলে ধরে কেবল এই কারণে যে এটি ঐশ্বরিক স্বরূপের সদৃশ' - গান্ধীজী।
২২) প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সংমিশ্রণ - গান্ধীজী।
২৩) মানুষের দৈহিক দিকের নিজস্ব গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই অনিবার্য স্বরূপ নিহিত আছে - গান্ধীজী।
২৪) প্রতিটি মানুষের মধ্যে দেবত্ব বিরাজমান - গান্ধীজী।
২৫) গান্ধীজী বলেন, 'আমি মানুষের স্বরূপকে সন্দেহ করি না। মানুষের স্বরূপ যে কোন অভিনব ও হার্দিক কর্মের প্রত্যুত্তর দেবে এবং দিতে বাধ্য'।
২৬) 'অহিংসা পদ্ধতির প্রয়োগে প্রতিটি মানুষের দক্ষ অনুশীলনের ফলে সংস্কৃত হওয়া সম্ভব - একথা স্বীকার্য' - গান্ধীজী।
২৭) গান্ধীজী ঈশ্বরের চরম একত্বে বিশ্বাসী।
২৮) গান্ধীজী বলেন, 'আমি অদ্বৈতে বিশ্বাস করি, আমি মানুষের ঐকান্তিক ঐক্যে বিশ্বাস করি'।

অহিংসা

২৯) গান্ধীজীর মতে, 'অহিংসা ও সত্য এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত যে তাদেরকে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র করা বস্তুত অসম্ভব'।

৩০) 'সত্য হল লক্ষ্য, আর অহিংসা হল লক্ষ্য লাভের উপায়' - গান্ধীজী।

৩১) অহিংসার নেতিবাচক অর্থ হল, 'হত্য না করা বা ক্ষতি না করা'।

৩২) গান্ধীজীর মতে, 'ভালোবাসা শক্তি যা ব্যক্তির অন্তরকে নির্মল করে এবং জীবনকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে'।

৩৩) 'অহিংসা বলশালীদের জন্য, দুর্বলদের জন্য নয়' - গান্ধীজী।

৩৪) গান্ধীজী বলেন, 'ভালোবাসা সর্বদাই দান করে, কখনো দাবি করে না। ভালোবাসা সর্বদাই যন্ত্রণা ভোগ করে, কখনোই বিরক্ত হয় না, আত্ম-প্রতিশোধ নেয় না'।

৩৫) 'ভালোবাসার পরীক্ষা হল তপস্যা এবং তপস্যা হল আত্ম-যন্ত্রণা ভোগ' - গান্ধীজী।

৩৬) 'ঈশ্বরে প্রাণবন্ত ও অব্যর্থ বিশ্বাস না থাকলে কারও পক্ষে অহিংসার অনুশীলন সম্ভব নয়' - গান্ধীজী।

সত্যাগ্রহ

৩৭) গান্ধীজীর মতে সত্যাগ্রহের ইরংরেজী অনুবাদ হল : Truth-force (সত্য-শক্তি)।

৩৮) 'অন্যকে দুঃখের আঘাত দিয়ে আনন্দ আসে না, আনন্দ আসে নিজের ইচ্ছাপ্রসূত দুঃখ থেকে।'

৩৯) গান্ধীজীর মতে সত্যাগ্রহের সবচেয়ে কার্যকরী রূপটি হল অনশন।

৪০) অনশনের দুটি দিক - আত্মশুদ্ধিকরণ ও স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়া।

৪১) সত্যাগ্রহের একটি রূপ হল সক্রিয় প্রতিরোধ, যা গান্ধীজীর ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে দেখা যায়।

স্বরাজ

৪২) ব্যুৎপত্তিগত অর্থে স্বরাজ বলতে আত্মশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রনকে বোঝায়।

৪৩) 'স্বরাজ হল আমাদের জন্মগত অধিকার - বলেছেন বাল গঙ্গাধর তিলক।

৪৪) স্বরাজ বলতে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে জাতির মুক্তিকে বোঝায়।

৪৫) 'সকলে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা নেব না' - এই চেতনা আমাদের মধ্যে এলে তবেই স্বরাজ আসবে - একথা গান্ধীজী বলেছেন।

৪৬) সকলের জন্য সকলের সমাজ হল স্বরাজ।

৪৭) পরিপূর্ণ সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের রাজত্বই হল স্বরাজ।

৪৮) স্বরাজের পরিপূর্ণ পরিণতি হল রামরাজ্য।

৪৯) স্বরাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল রামরাজ্য।

৫০) রামরাজ্য হল অহিংসাত্মক স্বরাজ, রামরাজ্য হল ধর্মের রাজত্ব।

অছিতন্ত্র

৫২) গান্ধীজীর অছিবাদী ধারণার প্রেরণা হল ভারতের সনাতন ধর্ম।

৫৩) গান্ধীজীর অছিবাদী ধারণার উৎস হিসাবে ঈশোপনিষদের কথা বলা হয়েছে।

৫৪) ঈশোপনিষদের বাণী হল ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ (তেন ত্বক্তেন ভুঞ্জিতা)।

৫৫) গান্ধীজী চেয়েছিলেন, অছি ব্যবস্থার সাহায্যে মানব প্রকৃতির মৌলিক সংস্কার সাধন।

৫৬) ঈশোপনিষদের অপরিগ্রহের আদর্শের উপর অছিবাদ প্রতিষ্ঠিত।

৫৭) অছি ব্যবস্থায় সম্পদ-সম্পত্তি ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তবে সম্পত্তির মালিক নিজেকে সম্পত্তির রক্ষক হিসাবে বিবেচনা করবে।

৫৮) অছি ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি অস্বীকার করা হয়েছে।

৫৯) গান্ধীজী অছি ব্যবস্থায় আধুনিক কালের পঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরোধীতা করেছেন।

৬০) অছিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের বিরোধীতা করা হয়েছে। অছিবাদে সম্পত্তির মালিকের মানসিকতা ও প্রকৃতির পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

অধ্যাপক বিবকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলজ